প্রথম আলো

তারিখ ..01 JUN 2016.. ...
পৃষ্ঠা ...১৩ কলাম ..৬.. ......

একাদশ শ্রেণির ভর্তি

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। যে জাতি যত শিক্ষিত, সে জাতি তত উন্নত। শিক্ষা অর্জনের জন্য ছাত্রছাত্রীদের প্রধান মাধ্যম হলো স্কুল-কলেজ। একের পর এক ক্লাস পেরিয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে হয়। বিশেষ করে মাধ্যমিক পাস করে উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তির জন্য ছাত্রছাত্রীদের যুদ্ধে নামতে হয়। ভর্তির এ যুদ্ধ থেকে বাঁচার জন্য সরকার সহজ এক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এটি অনেকের কাছে ভালো মনে হলেও গরিব ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভীতিকর।

এ পদ্ধতির কারণে ছাত্রছাত্রীদের আকাঙ্ক্ষিত স্কুলে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। গরিব বাবা-মায়ের সন্তানেরা সকালে পান্তা খেয়ে বাড়ির পাশের কলেজে গিয়ে ক্লাস করবে। এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত গরিব ছাত্রছাত্রীরা। নারীদের ক্ষেত্রে ভর্তির এ পদ্ধতিটি বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ। তাদের যদি বাড়ি থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরের কলেজে ভর্তি হতে হয়, তাহলে অনেক গরিব মেয়ের পড়াশোনা সেখানেই শেষ হয়ে যাবে। ভর্তির জন্য ১০টি প্রতিষ্ঠানের তালিকা দিতে হয় এ পদ্ধতিতে। বাধ্য হয়ে অপছন্দের প্রতিষ্ঠানকেও এ তালিকায় পছন্দ হিসেবে উল্লেখ করতে হয়। তাই একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা অত্যন্ত জরুরি। আশা করি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি ভেবে দেখবে।

মো. আজিনুর রহমান, নীলফামারী।